দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

০৫

ছাত্রদের মাঝে জ্ঞানের অনুশীলন ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা জ্বালতে হবে—প্রেসিডেন্ট

// মোঃ নাছিম উল আলম //

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমরা বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে সক্ষম হবো। একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং আদর্শ চিন্তার পর নির্দেশনা দেশে এখন গণতান্ত্রিক শাসনের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। জনগণের সরকার এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি গতকাল

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদের মাঝে জ্ঞানের অনুশীলন ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা জ্বালতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের ঐতিহ্যবাহী বরিশাল বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শুভ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজেরই প্রাক্তন প্রবীণ ছাত্র লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী জনাব বি ডি হাবিবুল্লাহ, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রিন্সিপাল ইউনুস খান, সেচ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, মজিবর রহমান সারোয়ার এমপি, মোশাররফ হোসেন মন্টু এমপি, বেগম সেলিমা রহমান এমপি, বেগম রওশন আরা হেনা এমপি; কলেজ প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মোঃ হানিফ ও উৎসবের আহবায়ক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, অতীতে বহু বছর আমাদের দেশে গণতন্ত্র ছিল না। এই গণতন্ত্রহীন পরিবেশে মানুষের আত্মিক বিকাশ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড একথা সেদিন সত্য ছিল না। আজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সময় এসেছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মননশীলতা অপরিহার্য বলে প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ যুগ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার।

এদেশের ছাত্র সমাজের বিপুল রক্তে ও ত্যাগে অর্জিত গণতন্ত্রের ভিত্তি ও স্থিতি সুসংহত করতে হবে। তরুণ ছাত্র সমাজকে মূলত জাতীয় সম্ভাবনার দিকপাল হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, তাদের মাঝে জ্ঞানের অনুশীলন, দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কল্যাণের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট পরে অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, যে কোন জাতীয় অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, জাপান আজ বিশ্বের বিস্ময়। সারা বিশ্ব আজ অবাক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এর মূল কারণ তারা উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে অগ্রগতির শীর্ষে অবস্থান করছে। তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দানবীর অমৃত লাল দে'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজ আমরা যেভাবে অশ্বিনী কুমারকে স্মরণ করছি, তেমনি একদিন বাবু অমৃত লাল দে'কেও স্মরণ করব। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের স্মৃতি ফলক উন্মোচন করেন।